গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-১০
www.mole.gov.bd

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.১৫.০৯.২০১৬- ৩৫৯

তারিখঃ ২১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক জনাব মো: কামরুল হাসান উপমহাপরিদর্শকের কার্যালয়, ঢাকায় কর্মরত থাকাকালীন বিভিন্ন কারখানায় গিয়ে পরিদর্শক পরিচয় দিয়ে এবং দপ্তরের উর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর নকল করে দুর্নীতি পরায়ণতার মাধ্যমে ভূয়া লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন করায় ডিআইএফই কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি)-অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগে ০১/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। জনাব মো: কামরুল হাসান-কে অভিযোগ নামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক মহাপরিদর্শক, ডিআইএফই কর্তৃক গত ৩০-০৩-২০১৭ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। অভিযুক্ত কর্মচারীর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার তদন্তকার্য পরিচালনার জন্য কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (যুগ্মসচিব) জনাব মো: আনোয়ার উল্ল্যাহ-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তে জনাব মো: কামরুল হাসান এর বিরুদ্ধে আনীত পরিদর্শক পরিচয় দেয়া, উর্ধ্বতন একাধিক কর্মকর্তার স্বাক্ষর নকল করা, ভূয়া লাইসেন্স প্রদান এবং দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা, ৪(৩)(এ) মোতাবেক তার বর্তমান পদ "অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক" এর নিম্নপদ "অফিস সহায়ক" পদে নামিয়ে দেয়ার দন্ডাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত আদেশ পুন:বিবেচনার জন্য তিনি সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বরাবর আপীল আবেদন করেন। গত ১৩-০৫-২০১৮ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। শুনানীকালে তার বিরুদ্ধে আনীত উপরিউক্ত অভিযোগের বিষয়ে বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে তিনি সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন। কিন্তু তিনি তার সপক্ষে কোন প্রমাণক কাগজপত্র ও সাক্ষী হাজির করতে পারেননি। এছাড়া, হামীম ডিজাইন লি: এর লাইসেন্সের ঠিকানা পরিবর্তন, নবায়ন ও নকশা অনুমোদনের জন্য জনাব মো: কামরুল হাসান ১৫,০০০/-(পনের হাজার) টাকা গ্রহন করে ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা ফেরত প্রদান করার যে লিখিত অঙ্গীকারনামা প্রদান করেছিলেন শুনানীতে তা উপস্থাপন করা হলে তা সত্য নয় বলে তিনি দাবী করেন। সার্বিক বিবেচনায় তার আপীল আবেদনটি না মঞ্জুর করত: আরোপকৃত দন্ড বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

যেহেতু কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার অফিস সহায়ক (পদ অবনত) জনাব মো: কামরুল হাসান তার বক্তব্যের সপক্ষে কোন প্রমাণক কাগজপত্র ও সাক্ষী হাজির করতে পারেননি। সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ধারা অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (এ) অনুযায়ী কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের ১৬-১২-২০১৭ তারিখের ৪০.০১.০০০০.১০১. ৩১.৬০১.১৬-৯০৫ (৯) স্মারকে আরোপকৃত 'অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর নিম্নপদ অফিস সহায়ক' পদে নামিয়ে দেয়ার দন্ড বহাল রাখা হলো।

স্বাক্ষরিত/-
(আফরোজা খান)
সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

নং-৪০.০০.০০০০.০২০.১৫.০৯.২০১৬- ৩৫৯/১(৫)

তারিখঃ ২১-০৬-২০১৮ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে:

১। মহাপরিদর্শক, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।
২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সিস্টেম এনালিস্ট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, সিজিএ অফিস ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
৫। জনাব মো: কামরুল হাসান, অফিস সহায়ক (নিম্নপদ অবনত), কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর, ২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা।

২১.০৬.২০১৮

(দিল আফরোজা বেগম)
উপসচিব (শাখা-১০)
ফোনঃ ৯৫৭৭১৪০

D/New doc/Case-2017